❑ দূরশিক্ষা (Distance Education) ঃ

● **(a) দূরশিক্ষার ধারণা ঃ** দূরশিক্ষা সম্পর্কে **ইন্দিরা গান্ধি** জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে—"Any type of education, whatever the subject and whatever its mode of communication is distance education, if the teacher and/or the educational institution and the learner stand, in the main in a spatial non-contigous relationship."

অর্থাৎ, বিষয় যাই হোক এবং কথোপকথনের ধরন যাই হোক যে-কোনো শিক্ষাই দূরশিক্ষা যদি তাতে শিক্ষক ও অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী দূরে ব্যবধানে থাকে।

Otto Peters-এর মতে, "a method of imparting knowledge, skills and attitudes which are rationalised by the application of division of labour. ...It is an industrial form of teaching and learning."

● **(b) দূরশিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল**—অর্থাৎ, *অটো পিটারস*-এর মতে, **এটি জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব সংক্রান্ত শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি যা শ্রমবিভাজনের প্রয়োগের দ্বারা যুক্তিসম্মত হয়েছে।** ...এটি একটি শিল্পভিত্তিক পঠনপাঠন পদ্ধতি। এই মতে দূরশিক্ষায় থাকবে—

- ➤ শ্রমবিভাজন এবং শিল্পভিত্তিক পঠনপাঠন।
- ➤ কারিগরি মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার।
- ➤ এই শিক্ষা বড়ো আকারে পরিচালনা করা যায়।

● **(c)** *Borje Holmerg,* "explains distance education in terms of didactic conversation. The learner is engaged in what is called self study which takes place through various support facilites. He stressed on home study.

অর্থাৎ, হোমবার্গ দূরশিক্ষাকে কথোপকথন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। শিক্ষার্থী স্বপঠনে ব্যস্ত থাকে যা বিবিধ উৎসাহজনক সুবিধার মধ্য দিয়ে হয়। তিনি গৃহপঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই মতে দূরশিক্ষায় থাকবে ঃ (i) শিক্ষামূলক কথপোকথন (ii) স্বপঠন (iii) গৃহপাঠ।

● **(d)** *Michael G. Moore*-এর মতে, "The communication between the teacher and the learner must be facilitated by print, electronic, mechanical or otherwise."

অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোচনা অবশ্যই ছাপা, বৈদ্যুতিন, যান্ত্রিকতার মাধ্যমে বা অন্যভাবে সহজীকরণ করতে হবে।

Moore-এর মতে, দূরশিক্ষায় থাকবে ঃ

(i) শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর কথোপকথন ব্যবধানে থেকে হবে। (ii) বহুমুখী মাধ্যমের ব্যবহার থাকবে।

● (c) Charles A Wedemeyer's independent study consists of various forms of teaching and learning arrangement in which teachers and learners carry out their essential task and responsibilities apart from one another.

অর্থাৎ, স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকে যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তাদের প্রয়োজনীয় কাজ ও দায়িত্ব পরস্পর ব্যবধানে থেকে সম্পন্ন করে।

এই মতে দূরশিক্ষায় থাকবে ঃ

(i) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পর থেকে পৃথক থাকবে। (ii) শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে নিজের চেষ্টায় শেখে।

● (c) দূরশিক্ষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পরস্পর থেকে পৃথক থাকবে।

(ii) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যোগাযোগ হবার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ, দ্বিমুখী যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

(iii) শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় সামগ্রী দিয়ে স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(iv) বহুমুখী মাধ্যম (যেমন রেডিয়ো, ভিডিয়ো, কম্পিউটার, টিভি ব্যবহার হয়।)

● দূরশিক্ষা কেন? (Why Distance Education ?) ঃ

(i) যারা প্রথামুক্ত শিক্ষায় প্রবেশ অধিকার পায়নি তাদের জন্য দূরশিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থা করে দেয়।

(ii) ভৌগোলিক দিক থেকে যেসব অঞ্চল বিচ্ছিন্ন ওইসব অঞ্চলের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয় এই দূরশিক্ষা।

(iii) বিভিন্ন কারণে যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দূরশিক্ষার মাধ্যমে হতে পারে।

(iv) যারা কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া করতে চায়, তাদের প্রথাগত শিক্ষায় এই সুযোগ প্রায় নেই। এইসব শিক্ষার্থীরা দূরশিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারে।

(v) অনেকের শিক্ষাগ্রহণে গতি কম তাদের পক্ষে প্রথাগত শিক্ষায় ভরতি হয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে এগোতে গিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে হয়। দূরশিক্ষা তাদের পক্ষে সহায়ক।

(vi) নানা কারণে জায়গায় প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চমানের শিক্ষক পাওয়া যায় না। দূরশিক্ষা এই সমস্যা নিরসন করে।

(vii) অনেক মহিলা আছেন যাঁরা ঘরের কাজ করার পরে প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর যেতে চান না বা পারেন না। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে দূরশিক্ষা তাদের সাহায্য করতে পারে।

[illegible] পদ্ধতি (Teaching method used in Non-

১৩.১ দূরাগত শিক্ষা (Distance Education)

নিয়মবহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দূরাগত শিক্ষা (Distance Education) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যে অঞ্চল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন, যে স্থানগুলিতে পৌঁছোবার কোনো সু-যাতায়াত ব্যবস্থা নেই, তাদের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করছে এই দূরাগত শিক্ষা। সাধারণভাবে দূরাগত শিক্ষা হল এমন একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, যার ভূমিকা হল শিক্ষা থেকে দূরে আছে এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আয়ত্তে নিয়ে আসা। এই শিক্ষার দুটি বিশেষ দিক আছে। **প্রথমটি** হল যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একটি শারীরিক দূরত্ব আছে এবং **দ্বিতীয়টি** হল শিক্ষক থাকবেন, কিন্তু তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হবেন শুধুমাত্র বিশেষ কোনো কাজের জন্য। যেমন — অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য, নির্দেশনার জন্য বা পরামর্শ দানের জন্য। এখানে মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি সরাসরি থাকে না বা নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দূরাগত শিক্ষার চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই ধরনের শিক্ষার আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীনভাবে তার ক্ষমতা, দক্ষতা, প্রয়োজন, চাহিদা অনুযায়ী পড়াগুলি করতে পারে। দূরাগত শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মতো চার দেয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ করে রাখে না। এই দূরাগত শিক্ষা সমস্ত ধরনের বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে, তারা যে-কোনো কারণেই বিচ্ছিন্ন হোক-না-কেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক খ্যাতি, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতিকে তুচ্ছ করে এই দূরাগত শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছে। বিশেষ করে অনগ্রসর শ্রেণির ছেলেমেয়েরা বা জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষায় সবথেকে বেশি উপকৃত হয়েছে।

এই দূরাগত শিক্ষা শুধু ভারতবাসীকে নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকে উপকৃত করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে এই শিক্ষা কাজ করে চলেছে। ***মুর (Moore)*** ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এর নামকরণ করেছেন 'টেলিমেটিক টিচিং' (Telematic Teaching) হিসাবে, ***ডেলিং (Delling)*** ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে একে 'ডিসট্যান্স স্টাডি' (Distance Study) বলেছেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ***সিমস্ (Sims)*** একে 'করেসপন্ডেন্স এডুকেশন' (Correspondence Education) নাম দিয়েছেন। সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দেই এই নাম পরিবর্তিত হয়। ***হোম্‌বার্গ (Holmberg)***-এর নামকরণ করেন 'ডিসট্যান্স এডুকেশন' (Distance Education) হিসাবে। এ ছাড়া ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকার বেশ কিছু স্থানে এই শিক্ষা 'ডিসট্যান্স এডুকেশন' (Distance Education) এবং 'হোম স্টাডি' (Home Study) হিসাবে খ্যাত। কোথাও একে 'ইনডিপেন্ডেন্ট স্টাডি' (Independent Study) বা 'অফ ক্যাম্পাস স্টাডি' (Off Campus Study)-ও বলা হয়ে থাকে।

১৩.১.১ দূরাগত শিক্ষা সম্পর্কে মতামত ও ব্যাখ্যা (Opinion and Explanation about Distance Education)

দূরাগত শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন মত দিয়েছেন, তার মধ্যে ***কিগান (Keegan)***-এর মতামত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ***কিগান*** দূরাগত শিক্ষার অর্থ বর্ণনার সময় কতকগুলি মত প্রকাশ করেছেন, সেগুলি হল ঃ

(১) এই ধরনের শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে কোনো সম্পর্ক থাকে না। তা ছাড়া এই শিক্ষা ওইসব অঞ্চলেই বেশি প্রয়োজন, যে অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা নেই।

(২) এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু প্রথাগত পদ্ধতিতে চলে না। আবার এটি ব্যক্তিগত শিক্ষা (Private Education) নয়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্ত কাজ করতে হয়।

(৩) বিভিন্ন আধুনিক মাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ তৈরি হয়। যেমন — বেতার, দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়।

(৪) এই শিক্ষায় যদিও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিদিনের সংযোগ থাকে না, কিন্তু প্রয়োজনে তারা মিলিত হতে পারে। তবে যেসব স্থানে যাতায়াতের সুযোগ নেই, সেই স্থানের শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

(৫) এই দূরাগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানের জন্য মাঝে মাঝে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে যেমন পরিচিত হতে পারে তেমনই মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক রচনার সুযোগ ঘটে।

(৬) এই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণব্যবস্থা বা শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটাই বাণিজ্যিক এবং সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত হয়। অর্থাৎ এখানে শিক্ষা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীকে সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়, তেমনই আবার অত্যন্ত মাত্রায় সুপরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সংগঠিত হয়। যেমন — দূরাগত শিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্রমের বিভাজন, বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ, গণ-উৎপাদন, কেন্দ্রীকরণ, প্রযুক্তির প্রয়োগ, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

দূরাগত শিক্ষার মূল দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈনন্দিন সাক্ষাৎ ঘটে না। আর দ্বিতীয়টি হল, শিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়ন। এখানে এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ অনগ্রসর শ্রেণি বা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতে গেলে তাদের চাহিদানুযায়ী সময়সূচি নির্ধারণ ও সহজ, পরিবর্তনশীল, বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম, পদ্ধতির শিল্পায়ন এগুলির সর্বপ্রথম প্রয়োজন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ***পিটারস (Peters)*** দূরাগত শিক্ষায় শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিল্পায়নের (Industrialisation of Teaching Process) বিষয়টিকে সংযুক্ত করেন।